ও অর্থাপত্তি। ভাট্ট সম্প্রদায় অতিরিক্ত এক ষষ্ঠ প্রমাণের উল্লেখ করেন এবং তা হল, পলব্ধি।

মুরারী মিশ্র তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন যাদের মত ন্যায়মত সদৃশ। মীমাংসা মত বলতে অবশ্য প্রাভাকর ও ভাট্টমতকেই বিশেষ করে বোঝায়।

২. জ্ঞানতত্ত্ব ঃ জ্ঞানের স্বরূপ ও উৎস
(Epistemology : Nature and sources of knowldege)

মীমাংসা মতে, যথার্থজ্ঞান বলতে বোঝায়—যা বিষয়বস্তু সম্পর্কে নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে, অন্যান্য জ্ঞানের বিরোধী হয় না, এবং যার মূলে কোন দোষ (যেমন, প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, অনুমিতির ক্ষেত্রে দুষ্ট হেতু ইত্যাদি) থাকে না। যথার্থ জ্ঞান দুই প্রকার—পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ (immediate) ও পরোক্ষ (mediate)। প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান, পরোক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান। মহর্ষি জৈমিনি তিনপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ করেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ (শেষের দুটি প্রমাণ পরোক্ষ)। প্রভাকর মিশ্র পাঁচ রকম প্রমাণের উল্লেখ করেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি (প্রথমটি ছাড়া বাকিগুলি পরোক্ষ প্রমাণ)। কুমারিল ভট্ট ছয় প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি (প্রথমটি ছাড়া বাকি সবগুলি পরোক্ষ প্রমাণ)। স্পষ্টতই, জ্ঞানের উৎস প্রসঙ্গে মীমাংসকদের মধ্যে ঐক্যমত নেই। মীমাংসা অভিমত বলতে সাধারণত প্রাভাকর ও ভাট্টমতকেই বোঝায় বলে প্রমাণ প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমতই ব্যাখ্যা করা গেল।

২.৩. প্রত্যক্ষ (Perception & perceptual knowledge)

প্রত্যক্ষ সম্পর্কে মীমাংসক অভিমত ন্যায়মতের অনুরূপ, যদিও কিছু প্রভেদ আছে। নৈয়ায়িকদের মতো মীমাংসকও বলেন, 'ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যং প্রমাণং প্রত্যক্ষম্'।* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষজনিত প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তজ্জনিত জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রভাকর এবং কুমারিল উভয়েই ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে গ্রাহ্য-বিষয়ের সন্নিকর্ষ ঘটলে যে অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িকদের মতো মীমাংসকও দুই রকম প্রত্যক্ষের—বাহ্যপ্রত্যক্ষ এবং আন্তর বা মানস প্রত্যক্ষের উল্লেখ করেন।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজ নিজ বিষয়ের সন্নিকর্ষ (বা সংযোগ) হলে যে প্রত্যক্ষ হয় তা বাহ্যপ্রত্যক্ষ। এই পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যজগতের যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ হয়। কাজেই বাহ্যপ্রত্যক্ষ পাঁচপ্রকার—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ। নৈয়ায়িকদের মতো মীমাংসকরাও বলেন যে, যে-কোন ইন্দ্রিয় যে-কোন বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে না; প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব গ্রাহ্যবিষয় থাকে। চোখ কেবল রূপকেই (রঙকেই) গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ চোখের দ্বারা কেবল রূপ-প্রত্যক্ষেই সম্ভব। এর কারণ হল, চোখ তেজঃ কণিকার দ্বারা গঠিত এবং তেজের বিশেষ ধর্ম হল রূপ। কান কেবল শব্দকেই গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ কান দিয়ে কেবল শব্দ প্রত্যক্ষই সম্ভব। এর কারণ হল কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয় এবং আকাশের বিশেষ ধর্ম হল শব্দ। নাক কেবল গন্ধকেই

* নারায়ণ ভট্ট।

(Indeterminate & determinate perception)

১২.৪ অনুমান (Inference)

শব্দ (Verbal Testimony)

[illegible]

[illegible]

অর্থাপত্তি প্রমাণ
(Arthāpatti or Postulation as a source of Knowledge)

[illegible]

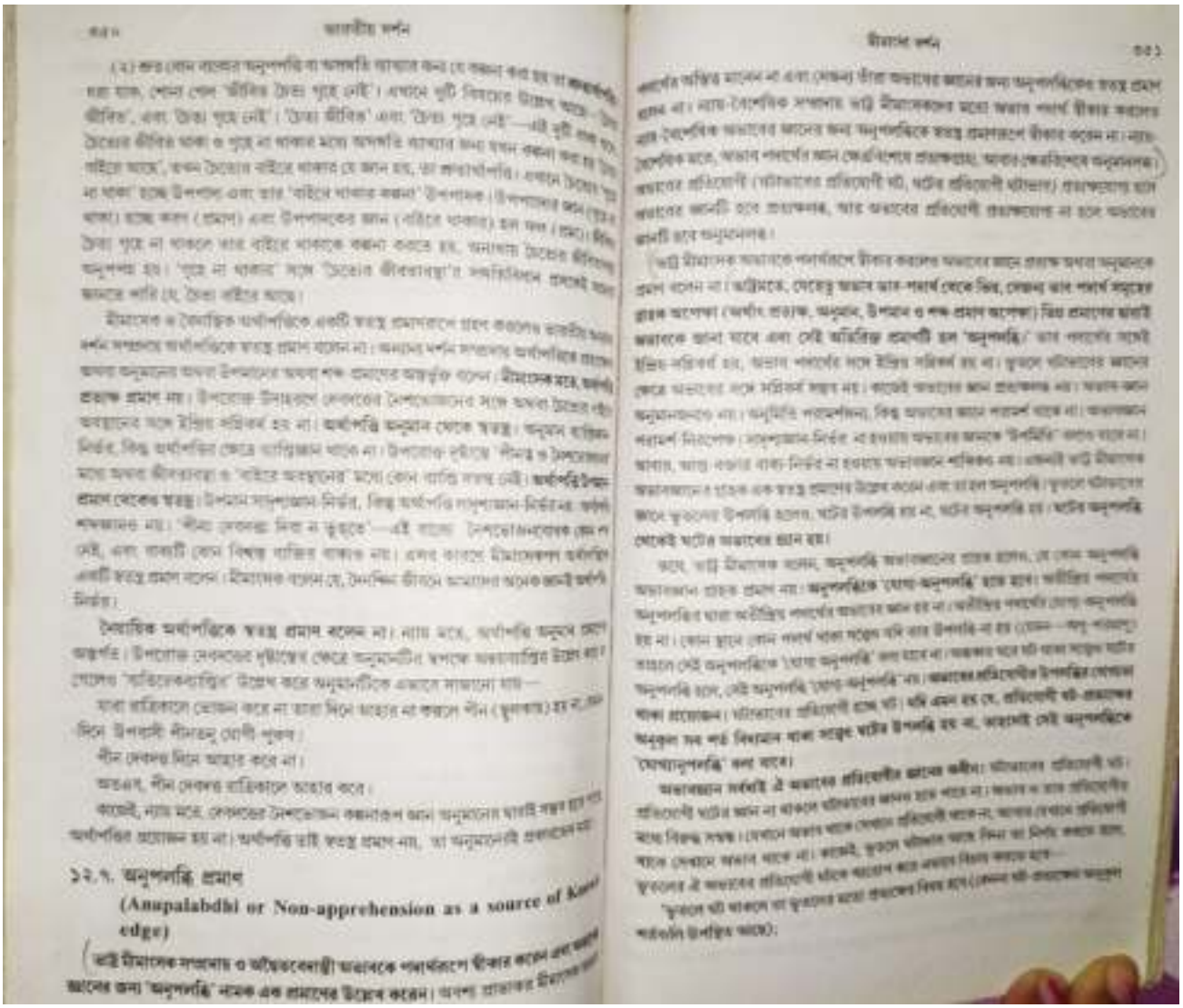

[illegible]

১২.৭. অনুপলব্ধি প্রমাণ

(Anupalabdhi or Non-apprehension as a source of Know-ledge)

[illegible]

[illegible]

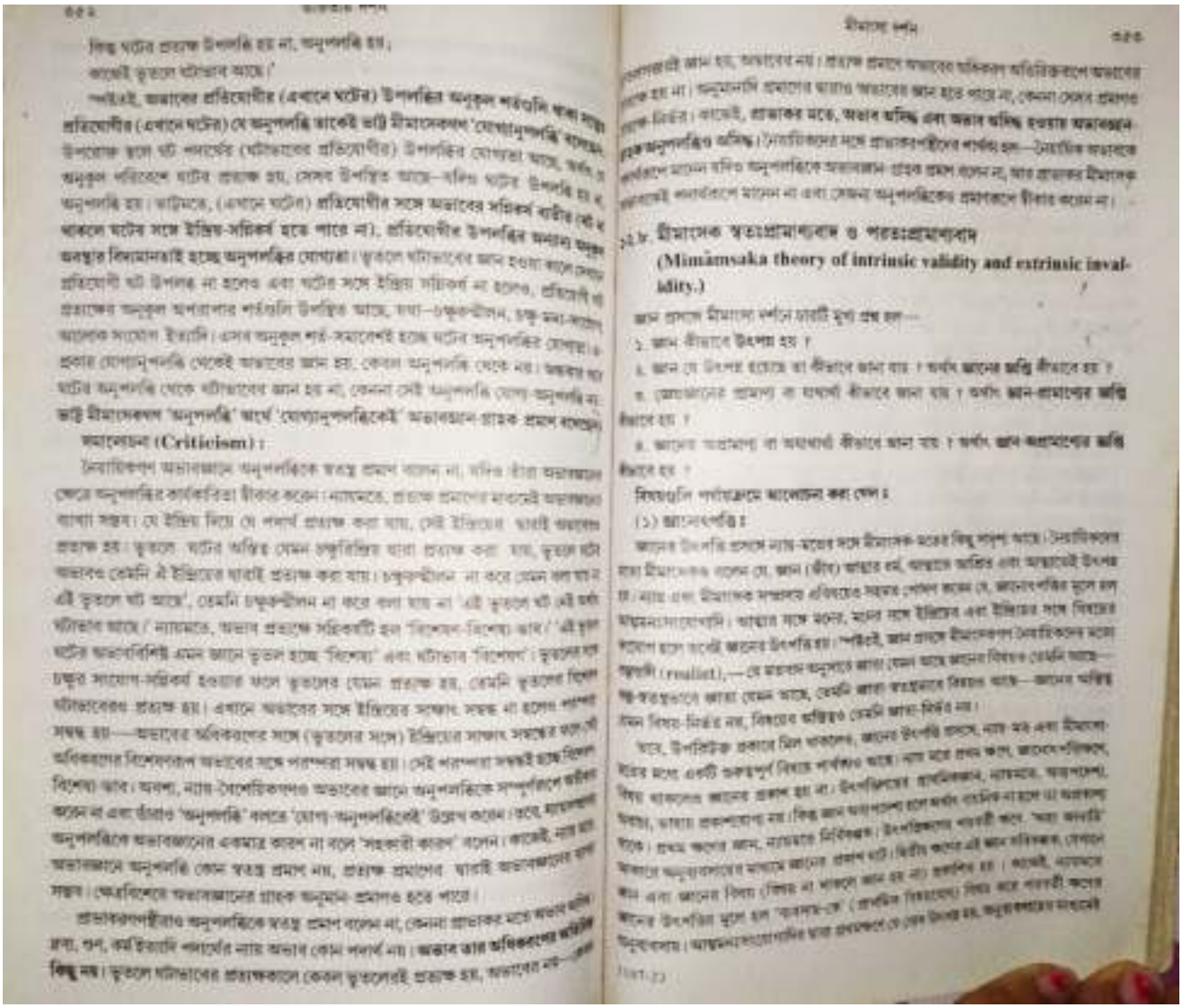

সমালোচনা (Criticism) :

মীমাংসক স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদ

(Mimāmsaka theory of intrinsic validity and extrinsic invalidity.)

জ্ঞান প্রসঙ্গে মীমাংসা দর্শনে চারটি মূল প্রশ্ন হল—

১. জ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয়?

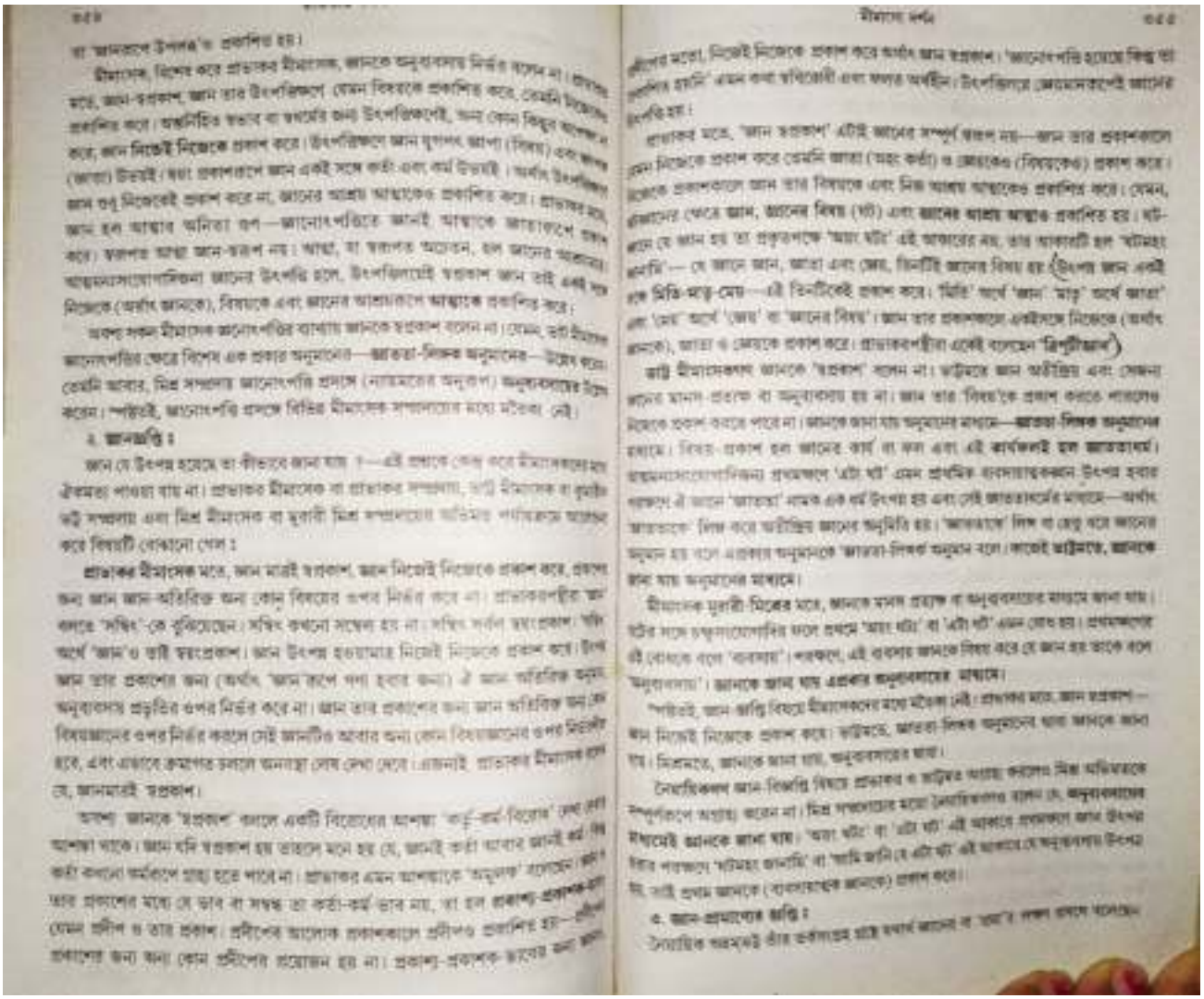

৩৫৮

তা 'জ্ঞানরূপে উপলব্ধ'-ও প্রকাশিত হয়।

মীমাংসক, বিশেষ করে প্রভাকর মীমাংসক, জ্ঞানকে অনুব্যবসায় নির্ভর বলেন না। প্রভাকর মতে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞান তার উৎপত্তিক্ষণে যেমন বিষয়কে প্রকাশিত করে, তেমনি নিজেকেও প্রকাশিত করে। স্বভাবিক স্বভাব বা স্বধর্মের জন্য উৎপত্তিক্ষণেই, অন্য কোন বিশেষ ব্যাপার ছাড়া, জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। উৎপত্তিক্ষণে জ্ঞান যুগপৎ ভাসা (বিষয়) এবং ভাসক (জ্ঞাতা) উভয়ই। স্বয়ং প্রকাশরূপে জ্ঞান একই সঙ্গে কর্তা এবং কর্ম উভয়ই। অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষণে জ্ঞান শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে না, জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকেও প্রকাশিত করে। প্রভাকর মতে, জ্ঞান হল আত্মার অনিত্য গুণ—জ্ঞানোৎপত্তিতে জ্ঞানই আত্মাকে জ্ঞাতারূপে প্রকাশ করে। স্বরূপত আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ নয়। আত্মা, যা স্বরূপত অচেতন, তাকে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মমনঃসংযোগসম্ভিন্না জ্ঞানের উৎপত্তি হলে, উৎপত্তিক্ষণেই স্বপ্রকাশ জ্ঞান তাই একই সঙ্গে নিজেকে (অর্থাৎ জ্ঞানকে), বিষয়কে এবং জ্ঞানের আশ্রয়রূপে **আত্মাকে** প্রকাশিত করে।

অবশ্য সকল মীমাংসক জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাখ্যায় জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলেন না। যেমন, ভট্ট মীমাংসক জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রকার অনুমানের—**জ্ঞাততা-লিঙ্গক অনুমানের**—উল্লেখ করেন। তেমনি আবার, মিশ্র সম্প্রদায় জ্ঞানোৎপত্তি প্রসঙ্গে (নাস্তিকদের অনুরূপ) অনুব্যবসায়ের উল্লেখ করেন। স্পষ্টতই, জ্ঞানোৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য নেই।

২. জ্ঞানজ্ঞপ্তি :

জ্ঞান যে উৎপন্ন হয়েছে তা কীভাবে জানা যায় ?—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মীমাংসকদের মধ্যে ঐকমত্য পাওয়া যায় না। প্রভাকর মীমাংসক বা প্রাভাকর সম্প্রদায়, ভট্ট মীমাংসক বা কুমারিল ভট্ট সম্প্রদায় এবং মিশ্র মীমাংসক বা মুরারী মিশ্র সম্প্রদায়ের অভিমত পর্যালোচনা করলে বিষয়টি বোঝানো গেল :

প্রাভাকর মীমাংসক মতে, জ্ঞান মাত্রই স্বপ্রকাশ, জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, প্রকাশ জন্য জ্ঞান জ্ঞান-অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না। প্রাভাকরপন্থীরা 'জ্ঞান' শব্দের 'সন্বিৎ'-কে বুঝিয়েছেন। সন্বিৎ কখনো সম্বেদ্য হয় না। সন্বিৎ সর্বদা স্বয়ংপ্রকাশ। যদি অর্থে 'জ্ঞান'ও তাই স্বয়ংপ্রকাশ। জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ামাত্র নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। উৎপন্ন জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য (অর্থাৎ 'জ্ঞান'রূপে গণ্য হবার জন্য) ঐ জ্ঞান অতিরিক্ত অন্য অনুব্যবসায় প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে না। জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য জ্ঞান অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়জ্ঞানের ওপর নির্ভর করলে সেই জ্ঞানটিও আবার অন্য কোন বিষয়জ্ঞানের ওপর নির্ভর হবে, এবং এভাবে ক্রমপর্যায় চলতে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এজন্যই প্রাভাকর মীমাংসক বলেন যে, জ্ঞানমাত্রই স্বপ্রকাশ।

অবশ্য জ্ঞানকে 'স্বপ্রকাশ' বললে একটি বিরোধের আশঙ্কা 'কর্তৃ-কর্ম-বিরোধ' দেখা দেবার আশঙ্কা থাকে। জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয় তাহলে মনে হয় যে, জ্ঞানই কর্তা আবার জ্ঞানই কর্ম। কিন্তু কর্তা কখনো অংশতঃও কর্ম হতে পারে না। প্রাভাকর এমন আশঙ্কাকে 'অনুপপন্ন' বলেছেন। জ্ঞান তার প্রকাশের মধ্যে যে ভাব বা সম্বন্ধ তা কর্তা-কর্ম ভাব নয়, তা হল **প্রকাশ্য-প্রকাশক-ভাব**। যেমন প্রদীপ ও তার প্রকাশ। প্রদীপের আলোক প্রকাশকালে প্রদীপও প্রকাশিত হয়—প্রদীপ প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। প্রকাশ্য-প্রকাশক ভাবের জন্য [illegible]

৩৫৯ মীমাংসা দর্শন

প্রদীপের মতো, নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে অর্থাৎ জ্ঞান স্বপ্রকাশ। 'জ্ঞানোৎপত্তি হয়েছে কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি' এমন কথা স্ববিরোধী এবং সম্পূর্ণ অর্থহীন। উৎপত্তিলাভে জ্ঞানের স্বপ্রকাশরূপেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

প্রাভাকর মতে, 'জ্ঞান স্বপ্রকাশ' এটিই জ্ঞানের সম্পূর্ণ স্বরূপ নয়—জ্ঞান তার প্রকাশকালে যেমন নিজেকে প্রকাশ করে তেমনি আশ্রয় (অহং কর্তা) ও জ্ঞেয়কেও (বিষয়কেও) প্রকাশ করে। প্রভাকরের প্রকাশকালে জ্ঞান তার বিষয়কে এবং নিজ আশ্রয় আত্মাকেও প্রকাশিত করে। যেমন, ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে **জ্ঞান**, জ্ঞানের **বিষয়** (ঘট) এবং **জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাও** প্রকাশিত হয়। ঘট-জ্ঞানে যে জ্ঞান হয় তা প্রকৃতপক্ষে 'আমি ঘটি' এই আকারের নয়, তার আকারটি হল 'ঘটমহং জানামি'—যে জ্ঞানে জ্ঞান, আত্মা এবং জ্ঞেয়, তিনটিই জ্ঞানের বিষয় হয় (উৎপন্ন জ্ঞান একটি হলে প্রিতি-মাতৃ-মেয়—এই তিনটিকেই প্রকাশ করে। 'মিতি' অর্থে 'জ্ঞান' 'মাতৃ' অর্থে আত্মা এবং 'মেয়' অর্থে 'জ্ঞেয়' বা 'জ্ঞানের বিষয়'। জ্ঞান তার প্রকাশকালে একইসঙ্গে নিজেকে (অর্থাৎ জ্ঞানকে), আত্মা ও জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে। প্রাভাকরপন্থীরা এরই বলেছেন 'ত্রিপুটীজ্ঞান')

ভট্ট মীমাংসকগণ জ্ঞানকে 'স্বপ্রকাশ' বলেন না। ভট্টমতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় এবং সেজন্য জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয় না। জ্ঞান তার 'বিষয়'কে প্রকাশ করতে পারলেও নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। জ্ঞানকে জানা যায় অনুমানের মাধ্যমে—**জ্ঞাতা-লিঙ্গক অনুমানের** দ্বারায়। বিষয়-প্রকাশ হল জ্ঞানের কার্য বা ফল এবং এই **কার্যফলই হল জ্ঞাততার্থ**। ব্রহ্মমনঃসংযোগসম্ভিন্না প্রথমক্ষণে 'এটা ঘট' এমন প্রাথমিক ব্যবসায়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হবার পরক্ষণে ঐ জ্ঞান 'জ্ঞাততা' নামক এক ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞাততাধর্মের মাধ্যমে—অর্থাৎ জ্ঞাততাকে লিঙ্গ করে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অনুমিতি হয়। 'জ্ঞাততাকে' লিঙ্গ বা হেতু করে জ্ঞানের অনুমান হয় বলে এপ্রকার অনুমানকে 'জ্ঞাততা-লিঙ্গক অনুমান' বলা। কাজেই **ভট্টমতে, জ্ঞানকে** জানা যায় অনুমানের মাধ্যমে।

মীমাংসক মুরারী মিশ্রের মতে, জ্ঞানকে মানস প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে জানা যায়। ঘটের সঙ্গে চক্ষুসংযোগজনিত ফলে প্রথমে 'আমি ঘটি' বা 'এটা ঘট' এমন বোধ হয়। প্রথমক্ষণের এই বোধকে বলে 'ব্যবসায়'। পরক্ষণে, এই ব্যবসায় জ্ঞানকে বিষয় করে যে জ্ঞান হয় তাকে বলে 'অনুব্যবসায়'। **জ্ঞানকে জানা যায় এপ্রকার অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে।**

সংক্ষেপে, জ্ঞান জ্ঞপ্তি বিষয়ে মীমাংসকদের মতে মতৈক্য নেই। প্রভাকর মতে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ—জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। ভট্টমতে, জ্ঞাততা-লিঙ্গক অনুমানের দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়। মিশ্রমতে, জ্ঞানকে জানা যায়, অনুব্যবসায়ের দ্বারা।

নৈয়ায়িকগণ জ্ঞান-বিষয়ক বিষয়ে প্রভাকর ও ভট্টমত দ্বারায় করলেও নিজ অভিমতকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন না। মিশ্র সম্প্রদায়ের মতো নৈয়ায়িকগণও বলেন যে, **অনুব্যবসায়ের দ্বারাই জ্ঞানকে জানা যায়।** 'আমি ঘটি' বা 'এটা ঘট' এই আকারে প্রথমক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হবার পরক্ষণে 'ঘটমহং জানামি' বা 'আমি জানি যে এটি ঘট' এই আকারে যে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয়, তাই প্রথম জ্ঞানকে (ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে) প্রকাশ করে।

৩. জ্ঞান-প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি :

নৈয়ায়িক গঙ্গেশও তাঁর তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে যথার্থ জ্ঞানের বা 'প্রমা'র লক্ষণ প্রসঙ্গে আলোচনা

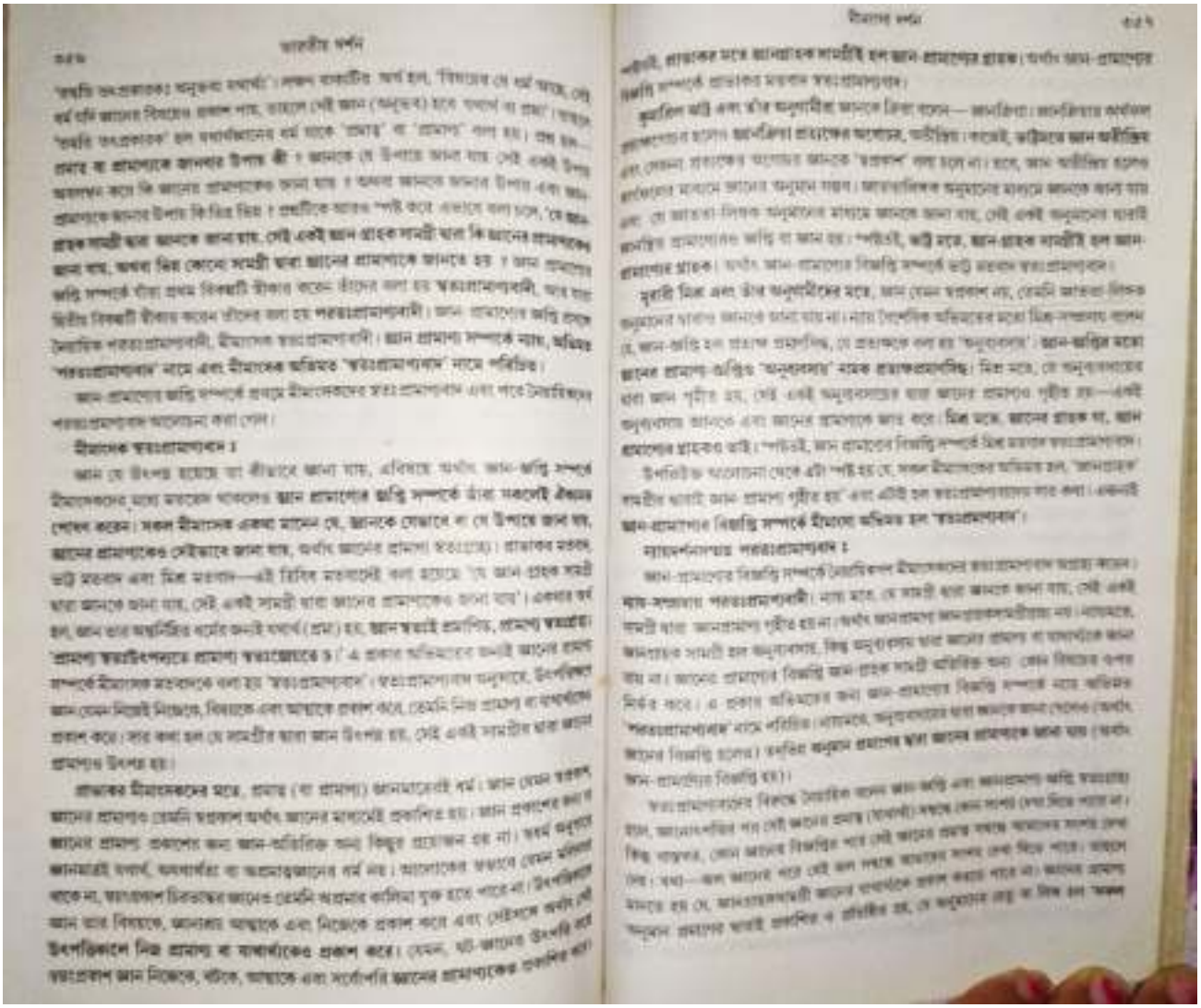

'তদ্বতি তৎপ্রকারক অনুভব যথার্থ'। লক্ষণ বাক্যটির অর্থ হল, 'বিশেষ্যে যে ধর্ম থাকে, সেই ধর্ম যদি জ্ঞানের বিশেষ্যেও প্রকাশ পায়, তাহলে সেই জ্ঞান (অনুভব) হবে যথার্থ বা প্রমা'। তাহলে 'তদ্বতি তৎপ্রকারক' হল যথার্থজ্ঞানের ধর্ম যাকে 'প্রমাত্ব' বা 'প্রমাণ' বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল— **প্রমাত্ব বা প্রামাণ্যকে জানবার উপায় কী ?** জ্ঞানকে যে উপায়ে জানা যায় সেই একই উপায় অবলম্বন করে কি জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানা যায় ? অথবা জ্ঞানকে জানবার উপায় এবং জ্ঞান-প্রামাণ্যকে জানবার উপায় কি ভিন্ন ভিন্ন ? প্রশ্নটিকে আরও স্পষ্ট করে এভাবে বলা চলে, **'যে জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই জ্ঞান গ্রাহক সামগ্রী দ্বারা কি জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানা যায়, অথবা ভিন্ন কোনো সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যকে জানতে হয় ?** জ্ঞান প্রামাণ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে যাঁরা প্রথম বিকল্পটি স্বীকার করেন তাঁদের বলা হয় **স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী**, আর যাঁরা দ্বিতীয় বিকল্পটি স্বীকার করেন তাঁদের বলা হয় **পরতঃপ্রামাণ্যবাদী**। জ্ঞান প্রামাণ্যের উৎপত্তি প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক পরতঃপ্রামাণ্যবাদী, মীমাংসক স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী। জ্ঞান প্রমাণ্য সম্পর্কে নয়, অধিকন্তু **'পরতঃপ্রামাণ্যবাদ'** নামে এবং মীমাংসক অভিমত **'স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ'** নামে পরিচিত।

জ্ঞান-প্রামাণ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথমে মীমাংসকদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ এবং পরে নৈয়ায়িকদের পরতঃপ্রামাণ্যবাদ আলোচনা করা গেল।

মীমাংসক স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ :

জ্ঞান যে উৎপন্ন হয়েছে তা কীভাবে জানা যায়, এবিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞান-উৎপত্তি সম্পর্কে মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও **জ্ঞান প্রামাণ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁরা সকলেই ঐকমত্য** পোষণ করেন। সকল মীমাংসক একথা মানেন যে, জ্ঞানকে যেভাবে বা যে উপায়ে জানা যায়, জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও সেইভাবে জানা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। প্রাভাকর মতবাদ, ভট্ট মতবাদ এবং মিশ্র মতবাদ—এই তিনিটি মতবাদেই বলা হয়েছে 'যে জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানা যায়'। এখানে অর্থ হল, জ্ঞান তার অন্তর্নিহিত ধর্মের জন্যই যথার্থ (প্রমা) হয়, **জ্ঞান স্বতই প্রমাণিক, প্রমাণ্য স্বতঃসিদ্ধ।** 'প্রামাণ্য স্বতঃউৎপন্নত্বে প্রামাণ্য স্বতঃজ্ঞাপ্যত্বে চ।' এ প্রকার অভিমতের জন্যই জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে মীমাংসক মতবাদকে বলা হয় 'স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ'। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অনুসারে, উৎপত্তিকালে জ্ঞান যেমন নিজেই নিজেকে, বিষয়কে এবং আশ্রয়কে প্রকাশ করে, তেমনি নিজ প্রামাণ্য বা যাথার্থ্যকেও প্রকাশ করে। তার কথা হল যে সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই একই সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যও উৎপন্ন হয়।

প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে, প্রমাত্ব (বা প্রামাণ্য) জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম। জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, জ্ঞানের প্রামাণ্যও তেমনি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রকাশের জন্য জ্ঞান-অতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ অনুপলব্ধ জ্ঞানমাত্রই যথার্থ, অযথার্থতা বা অপ্রামাণ্যজ্ঞানের ধর্ম নয়। অপ্রামাণ্যের স্বভাবে যেমন দুর্বলতা থাকে না, স্বপ্রকাশ চিরকালের জ্ঞানেও তেমনি স্বপ্রমার কালিমা যুক্ত হতে পারে না। উৎপত্তিকালে জ্ঞান তার বিষয়কে, জ্ঞাতাকে আশ্রয়কে এবং নিজেকে প্রকাশ করে এবং সেইসঙ্গে অর্থাৎ সেই **উৎপত্তিকালে নিজ প্রামাণ্য বা যাথার্থ্যকেও প্রকাশ করে।** যেমন, ঘট-জ্ঞানের উৎপত্তি হলে স্বপ্রকাশ জ্ঞান নিজেকে, ঘটকে, আশ্রয়কে এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রামাণ্যকে প্রকাশিত করে।

সত্যটি, প্রাভাকর মতে জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীই হল জ্ঞান-প্রামাণ্যের গ্রাহক। অর্থাৎ জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিষয়টি সম্পর্কে প্রাভাকর মতবাদ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

কুমারিল ভট্ট এবং তাঁর অনুগামীরা জ্ঞানকে কিন্তু বলেন— জ্ঞানক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়ার অন্তর্নিহিত প্রামাণ্যের ব্যাপার জ্ঞানক্রিয়া প্রত্যক্ষের আশ্রয়ে, অর্থাৎ বিষয়ে। কাজেই, ঘটক্রিয়ার জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হলেও এবং সেজন্য প্রত্যক্ষের আশ্রয়ের জ্ঞানকে 'স্বপ্রকাশ' বলা চলে না। ফলে, জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হওয়ায় জ্ঞানক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞানের অনুমান সম্ভব। জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞানকে জানা যায় এবং সে জ্ঞানকে নিশ্চিত অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই অনুমানের দ্বারাই জ্ঞানক্রিয়ার প্রামাণ্যেরও অস্তি বা জ্ঞান হয়। সুতরাং, ভট্ট মতে, জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রীই হল জ্ঞান-প্রামাণ্যের গ্রাহক। অর্থাৎ জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিষয়টি সম্পর্কে ভট্ট মতবাদ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

মুরারি মিশ্র এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ নয়, তেমনি জ্ঞানকে নিশ্চিত অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞানকে জানা যায় না। নব্য নৈয়ায়িক অভিমতের মতো মিশ্র-সম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞান-অস্তি হল প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, যে প্রত্যক্ষকে বলা হয় 'অনুব্যবসায়'। **জ্ঞান-অস্তির মতো জ্ঞানের প্রামাণ্য-অস্তিও 'অনুব্যবসায়' নামক প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ।** মিশ্র মতে, যে অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞান পৃহীত হয়, সেই একই অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যও পৃহীত হয়—একই অনুব্যবসায় জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যকে জানা যায়। **মিশ্র মতে, জ্ঞানের গ্রাহক যা, জ্ঞান প্রামাণ্যের গ্রাহকও তাই।** সুতরাং, জ্ঞান প্রামাণ্যের বিষয়টি সম্পর্কে মিশ্র মতবাদ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, সকল মীমাংসকের অভিমত হল, 'জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীর দ্বারাই জ্ঞান-প্রমাণ্য পৃহীত হয়' এবং এটাই হল স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের সার কথা। একথাই **জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে মীমাংসা অভিমত হল 'স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ'।**

ন্যায়দর্শনসম্মত পরতঃপ্রামাণ্যবাদ :

জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে নৈয়ায়িকগণ মীমাংসকদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অস্বীকার করেন। **ন্যায়-সম্প্রদায় পরতঃপ্রামাণ্যবাদী।** তাঁরা মনে করেন, যে সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানপ্রামাণ্য পৃহীত হয় না। অর্থাৎ জ্ঞানপ্রামাণ্য জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীদ্বারা নয়। এক্ষেত্রে, জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী হল অনুব্যবসায়, কিন্তু অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্যকে জানা যায় না। জ্ঞানের প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রী অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এ প্রকার অভিমতের জন্য জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে নয়ে অভিমত 'পরতঃপ্রামাণ্যবাদ' নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে, অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানকে জানা গেলেও (অর্থাৎ জ্ঞানের বিজ্ঞপ্তি হলেও) তার্কিক **অনুমান প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যকে জানা যায়** (অর্থাৎ জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি হয়)।

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক বলেন জ্ঞান-অস্তি এবং জ্ঞানপ্রামাণ্য-অস্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়, জ্ঞানোৎপত্তির পর যেই জ্ঞানের প্রমাত্ব (যাথার্থ্য) থাকবে কেন সংশয় (বা মিথ্যা) হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক, কোন জ্ঞানের বিজ্ঞপ্তির পরে সেই জ্ঞানের প্রমাত্ব সবসময় জ্ঞানকের সংশয় (বা মিথ্যা) হতে পারে। যেমন— জল জ্ঞানের পরে সেই জল সম্বন্ধে আমাদের সংশয় কেন দিতে পারে। আমাদের মনকে হয় যে, জ্ঞানগ্রহণকারী জ্ঞানের যাথার্থ্যকে প্রকাশ করতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সংশয়িত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, যে অনুমানের নাম হল 'অনুমান

প্রবৃত্তিজনকত্ব'। অনুমানটি এপ্রকার ; 'পূর্বের জলজ্ঞানটি যথার্থ হয়েছে, কেননা তার ফলে একটি 'সফল প্রযত্ন' হয়েছে ; যে জ্ঞান যথার্থ নয় তার থেকে সফল প্রযত্ন হয় না।' দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল—

'জলজ্ঞানের পর কোন ব্যক্তির যদি সেই জলগ্রহণের ইচ্ছা (প্রযত্ন) হয় এবং তদনুসারে যথাযথ চেষ্টা ক'রে সে ঐ জল গ্রহণ করতে পারে তাহলে, তার প্রযত্নটি সফল হওয়ার জন্য, সেই প্রাথমিক জলজ্ঞানটি প্রমারূপে বা যথার্থজ্ঞানরূপে গৃহীত হবে।'

স্পষ্টতই, ন্যায়মতে, জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী অতিরিক্ত অন্য কোন সামগ্রীর দ্বারা —অনুমান প্রমাণের দ্বারা — জানতে হয়। জ্ঞান-প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি তাই স্বতঃগ্রাহ্য নয়, পরতঃগ্রাহ্য।

৪. জ্ঞান-অপ্রামাণ্য-জ্ঞপ্তি ঃ পরতঃ প্রামাণ্যবাদ ঃ

নৈয়ায়িক অন্নম্‌ভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অযথার্থ জ্ঞানের বা অপ্রমার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তদ্‌ভাববতি তৎপ্রকারকশ্চাযথার্থঃ'। লক্ষণ বাক্যটির অর্থ হল 'বিষয়ে যে গুণ আছে, সেই গুণের যদি জ্ঞানের বিষয়ে অভাব থাকে, তাহলে সেই জ্ঞান (অনুভব) হবে অযথার্থ বা অপ্রমা। তাহলে 'তদ্‌ভাববতি তৎপ্রকারক' হল, অযথার্থজ্ঞানের বা অপ্রমার ধর্ম, যাকে 'অপ্রমাত্ব' বা 'অপ্রামাণ্য' বলা হয়। প্রশ্ন হল-অপ্রমাত্বকে জানার উপায় কী ? জ্ঞানকে যে উপায়ে জানা যায়, সেই একই উপায় অবলম্বন করে কি জ্ঞানের অপ্রমাত্বকেও জানা যায় ? অথবা জ্ঞানকে জানার উপায় এবং অপ্রমাত্বকে জানার উপায় ভিন্ন ভিন্ন ?

জ্ঞান-অপ্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে নৈয়ায়িক এবং বিভিন্ন মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য সম্বন্ধে সকলেই বলেন, জ্ঞানপ্রামাণ্যগ্রাহকসামগ্রী জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ জ্ঞানের অপ্রামাণ্য পরতঃগ্রাহ্য। জ্ঞান-অপ্রামাণের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ন্যায় এবং মীমাংসক উভয় মতবাদই পরতঃপ্রামাণ্যবাদ।

প্রাভাকর মীমাংসক অবশ্য স্বরূপে জ্ঞানের অপ্রমাত্ব স্বীকার করেন না। জ্ঞান যদি স্বয়ংপ্রকাশ হয় তাহলে জ্ঞানমাত্রই যথার্থ হবে। যা স্বপ্রকাশ তা অবশ্যই স্বয়ংভাস্বর, স্বয়ংনির্মল হবে। চিরনির্মল জ্ঞান কখনো অপ্রমার কালিমায় মলিন হতে পারে না। প্রাভাকর মতে, ভেদ-জ্ঞানের অভাবই হল অপ্রমা। অর্থাৎ অপ্রমা জ্ঞান নয়, তা হল জ্ঞানাভাব। জ্ঞান স্বস্বরূপে প্রমা হলেও, ক্ষেত্রবিশেষে, ব্যবহারজনিত দোষের জন্য, ভেদ-জ্ঞানের অভাব জন্য, সেই স্বয়ংসিদ্ধজ্ঞানকে অপ্রমারূপে বোধ হয়।

তাহলে বলা চলে যে, অপ্রামাণ্যের ব্যাখ্যায় মীমাংসক (প্রাভাকর মীমাংসকও অন্তর্ভুক্ত) ও নৈয়ায়িক উভয় সম্প্রদায়ই পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের ব্যাখ্যায় এঁদের প্রত্যেকের অভিমত হল, জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী-নির্ভর নয়, তা হল পরনির্ভর, অন্য কোন সামগ্রী-নির্ভর এবং সেই সামগ্রী হল কতকগুলি দোষ। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য কতকগুলি দোষের ওপর নির্ভরশীল এবং অনুমানের মাধ্যমেই সেইসব 'দোষ'কে নির্ণয় করতে হয়। 'দোষ' হল সেইসব বস্তু যা জ্ঞানে 'অপ্রমাত্ব' নামক ধর্মের উৎপত্তি ঘটায় এবং যে ধর্ম কেবল অযথার্থ জ্ঞানেই থাকে প্রমাজ্ঞানে থাকে না। দোষ নানা প্রকার হতে পারে—পরিবেশজনিত দোষ, রোগজনিত দোষ, মানসিক দোষ, ইত্যাদি। কুয়াশা, দূরত্ব ধূলি ইত্যাদি পরিবেশজনিত দোষ ; ইন্দ্রিয়শক্তির দৌর্বল্য, শারীরিক দৌর্বল্য ইত্যাদি রোগজনিত দোষ ; অত্যধিক আবেগ, চাঞ্চল্য ইত্যাদি মানসিক দোষ। এসব দোষের জন্যই জ্ঞান বিকৃত বা অযথার্থ হয়। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী

প্রতিরিক্ত দোষের ওপর নির্ভরশীল। জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি তাই পরতঃ বা পরিনির্ভর।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করতে হয় যে—

ন্যায়মতে, জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি পরতঃগ্রাহ্য অর্থাৎ **নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সম্পর্কে পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থক।**

মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে, জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য হলেও অপ্রামাণ্য পরতঃগ্রাহ্য। অর্থাৎ **সকল মীমাংসক জ্ঞান-প্রামাণ্য সম্পর্কে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের এবং জ্ঞান-অপ্রামাণ্য সম্পর্কে পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থক।**

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অদ্বৈতবেদান্তীরা মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতো জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রমাণ্য সম্পর্কে যথাক্রমে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদ সমর্থন করলেও আসলে তাঁরা (অদ্বৈত পন্থীরা) উভয়কেই পরতঃগ্রাহ্য বলেন। অদ্বৈতপন্থীদের জ্ঞান প্রামাণ্যের এবং অপ্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে সঠিক অভিমতটি হল **পরতঃপ্রামাণ্যবাদ**। অদ্বৈত মতে, স্বতঃপ্রামাণ্য বা স্বতঃঅপ্রামাণ্য আপেক্ষিকমাত্র। জ্ঞান যে পর্যন্ত না অন্যকোন জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়, সে পর্যন্ত তা অভ্রান্ত। কিন্তু জাগতিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানমাত্রই অন্তিমে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। কাজেই, অদ্বৈত মতে, পরমার্থিক দৃষ্টিতে জাগতিক কোন জ্ঞানই স্বতঃগ্রাহ্য নয়, পরতঃগ্রাহ্য। ব্রহ্মই একমাত্র স্বতঃপ্রমাণিত এবং ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র স্বতঃগ্রাহ্য। ব্রহ্মই একমাত্র অবাধিত সত্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র অবাধিত। জাগতিক জ্ঞানমাত্রেরই প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য পরতঃগ্রাহ্য।